ইউনিট - ৭

বিশিষ্ট দার্শনিক : আল-কিন্দি

আল-কিন্দি

আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে আল-কিন্দি দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম দার্শনিক। কোরআন ও হাদীসের দর্শনের সংগে বিদেশী বিশেষত গ্রীক দর্শনের সম্মিলন ঘটিয়ে মুসলিম দর্শনকে পূর্ববর্তী মুতাযিলা বা আশারিয়া দর্শনের প্রভাবমুক্ত করেন আল-কিন্দি। তিনি মুসলিম বিশ্বের উন্নতির সময়ে তদানীন্তনকালের খলিফাদের আনুকূল্য লাভ করেন। ফলে ভিন্ন ধারায় ও ভিন্ন আঙ্গিকে দর্শনচর্চা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। দর্শন চর্চার অনুকূল এ কালের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি প্রথম প্রথামাফিক বা রীতিসিদ্ধ দর্শনের সূত্রপাত করেন। ফলে পরবর্তীকালে আল-ফারাবী, ইবনে সিনাসহ অন্যান্য দার্শনিকদের পক্ষে সাহসী ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয় এবং দর্শনের ইতিহাস ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়। মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে আল-কিন্দি কৃতিত্বের দাবীদার। এ মহান দার্শনিকের তাৎপর্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই ইউনিটের উদ্দেশ্য।

পাঠসমূহ

পাঠ-১ : আল-কিন্দির জীবনী ও গ্রন্থাবলী

পাঠ-২ : আল-কিন্দির অধিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা

পাঠ-৩ : আল-কিন্দির দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা এবং কোরআনের দার্শনিক ব্যাখ্যা

পাঠ-৪ : আত্মা ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে আল-কিন্দির ধারণা

পাঠ-১

আল-কিন্দির জীবনী ও গ্রন্থাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আল-কিন্দির আবির্ভাবের যুগ সম্পর্কে অবগত হবেন।
- আল-কিন্দির জীবনীর পূর্ণ বিবরণ পাবেন।
- তাঁর গ্রন্থাবলীর পরিচয় পাবেন।
- তাঁর কর্মজীবন ও গ্রন্থ তালিকার মাধ্যমে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাবেন।

ভূমিকা

আল-কিন্দি আব্বাসীয় খিলাফতের এক স্বর্ণযুগে (৮১০ থেকে ৮৭১ খ্রিঃ) দার্শনিক হিসেবে দর্শন অঙ্গনে আবির্ভূত হন। ৮০৯ থেকে ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ সময়ে খলিফা আল-আমিন, আল-মামুন, আল-মুতাসিম, আল ওয়াসিক এবং আল-মুতাওক্কিল বাগদাদের খলিফা ছিলেন। আব্বাসীয় খিলাফতের এই সময় মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক, সামরিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। বাইজান্টিয়াম থেকে বসরা পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক সুশৃংখল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সারা বিশ্বে এ সময়ে বাগদাদ শহর একটি স্বপ্নের শহরে পরিণত হয়। ঐ সময়ে জীবনের প্রয়োজনীয় বিশাল প্রাসাদ, বাগিচা, আমোদ প্রমোদের সামগ্রী, উন্নত বাজার এবং উন্নত সামগ্রীর সব কিছুই সেখানে ছিল। আল-কিন্দির আবির্ভাবের সময় জাগতিক উন্নতির সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়। গ্রীক দার্শনিক এবং দর্শন গ্রন্থের আরবী ভাষায় অনুবাদ চিন্তাবিদদের জন্য এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে। এ সময়ে খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসাসংক্রান্ত গ্রীক ও সিরিয়াক ভাষার অনূদিত গ্রন্থাবলী নতুনভাবে শিক্ষার ও জ্ঞানচর্চার ভিত্তি রচনা করে। খলিফা আল-মামুন জ্ঞান চর্চার জন্য বায়তুল হিকমাহ বা জ্ঞান র্চচার কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং বিদেশী ভাষায় রচিত পুস্তক আরবী ভাষায় অনুবাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। আল-খাওয়ারাজমি এ সময়ে জ্যামিতির ওপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। অন্যান্য চিন্তাবিদগণ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নিকটপ্রাচ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার যে অতুলনীয় উন্নতি সাধন করেন তাঁর সঙ্গে একমাত্র আলেকজান্দ্রিয়া যুগের তুলনা করা চলে।

এ সময়ে বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপ দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়। এদের একটি ধারার সূচনা ও উন্নতি হয় মুসলিম সংরক্ষণবাদীদের দ্বারা। তাঁরা ইসলামিক নীতির ওপর ভিত্তি করে ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস এবং আইনের দর্শনের উন্নতি সাধন করেন এবং কোরআন ও সুন্নাহর ওপর জ্ঞানচর্চার ভিত্তি স্থায়ী করার মানসে কাজ করেন। এ দলে আবু হানিফা, আল সাফী, ইবনে হাম্বল এবং মালিক ইবনে আনাসের মত ধর্মতত্ত্ববিদদের আবির্ভাব হয়। অন্যদিকে হেলেনীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে ইসলামি চিন্তার বিকাশ ঘটানোর জন্য অন্য সব চিন্তাবিদ গ্রীক, সিরীয় এবং পার্সিয়ান সংস্কৃতি ও দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানকে সুন্নাহর ভিত্তির পরিবর্তে যুক্তিভিত্তিক করার প্রচেষ্টা করেন। এ দলের চিন্তাবিদদের মধ্যে মুতাযিলারা ছিলেন অন্যতম। এ দু'দলের দ্বিমুখী পদ্ধতি অবলম্বন মুসলিম বিশ্বে এক ধর্মীয় সংস্কার সৃষ্টি করে। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সংকট দূর হয়। ফলে এ সময়ে মুক্তবুদ্ধি চর্চার এক অনুকূল পরিবেশ বিরাজিত থাকে। এ সময়টি সম্পর্কে জর্জ, এন আটিয়েহ বলেন: "This is the period during the Abbasid rule in which al-kindi flourished, a period in which the translation of the greek philosophic works were nearing completion and the chief characteristics of muslim civilization were in the process of unfolding themselves into a greater spiritual and intellectual maturity"।

আল-কিন্দির জীবনী

আপনি ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে আল-কিন্দির জন্ম,বয়োবৃদ্ধি এবং কর্মজীবনের সময়টিতে জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার একটি অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান ছিল। এ ধরনের একটি অনুকূল পরিবেশে আল-কিন্দি ১৮৫/৮১০ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ আরবের কিন্দাহ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। মর্যাদা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার দিক দিয়ে এ কিন্দাহ গোত্র সেসময় আরব জগতে খ্যাতিমান ছিল। কিন্দির পূর্ণনাম ছিল আবু ইউসুফ ইবনে ইসহাক ইবনে ইমরান ইবনে ইসমাইল ইবনে আল'আস ইবনে ফাইস আল-কিন্দি। তিনি কিন্দাহ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন বলে কিন্দি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়। তিনি আল-কিন্দি নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর পিতামহ আল'আস আস ইবনে কাইস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আল' আস রাসূলের সাহাবাদের মধ্যে অন্যতম সাহাবা ছিলেন। আল-আস'আস কতিপয় বিশিষ্ট মুসলিম সহযোগীর সংগে কুফায় গমন করেন। সেখানে তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ বসবাস করেন। আব্বাসীয় খলিফা আল-আল-রশিদের খিলাফতকালে আল-কিন্দির পিতা ইসহাক ইবনে আল-সাব্বাহ কুফার গভর্ণর ছিলেন। এ সময়ে কুফা এবং বসরা ইসলামী সংস্কৃতির দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্র ছিল। কুফায় বুদ্ধিবৃত্তিক বা র‍্যাশনালিস্টিক চিন্তাধারার চর্চা শুরু হয় এবং বসরা ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। আল-কিন্দি কুফায় জন্মগ্রহণ করায় শৈশব থেকেই সেখানে প্রচলিত চিন্তাধারার পরিবেশে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তিনি আরবের একটি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে আরবদের দার্শনিক বলা হয়। দার্শনিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম আরব বংশোভূত।

আল-কিন্দি তাঁর বাল্যকালে তদানীন্তন পাঠ্যক্রম অনুসারে আল কুরআন মুখস্ত করেন। এর সাথে তিনি আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য ও প্রাথমিক গণিতশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। এরপর তিনি ফিকাহ শাস্ত্র এবং নূতন শাস্ত্র কালাম অধ্যয়ন করেন। সেনাধ্যক্ষ বা রাজপথে অধিষ্ঠিত হওয়ার শিক্ষাগ্রহণ না করে তিনি জ্ঞানচর্চার দিকে আকৃষ্ট হন। কুফার পরিবেশ তাঁকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি কুফায় শিক্ষাজীবন শেষ করে আরও অধিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশে বসরায় গমন করেন। বসরা এ সময়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যধিক উন্নত এক কেন্দ্র ছিল। এখানেই মুতাযিলা এবং আশারিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বসরায় তাঁর অবস্থানকাল, কার্যক্রম ও শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এটুকু জানা যায় যে বসরায় শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি বাগদাদে গমন করেন। বাগদাদে তাঁর শিক্ষা জীবন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এখানে তিনি গ্রীক এবং মিসরীয় ভাষা আয়ত্ত করেন এবং অনেক সিরীয় ও পারসিয়ান পন্ডিতের সান্নিধ্যে আসেন। জানা যায় বাগদাদেই তিনি গ্রীক দর্শনের ও বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। খুব সম্ভবত আল-কিন্দি আরবদের বিশিষ্ট কয়েকজন চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম যিনি যথার্থভাবে গ্রীক এবং মিসরীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গ্রীক, পারসিয়ান এবং ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান বাগদাদে তাঁকে প্রভূত খ্যাতি এনে দেয়।

বাগদাদে আল-কিন্দির জ্ঞানের গভীরতার কথা খলিফা আল-মামুনের কানে পৌঁছলে খলিফা তাঁকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ করেন এবং গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনসংক্রান্ত পুস্তক অনুবাদে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের সার্কেলে যোগদানের আহবান জানান। তিনি এ আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন। আল-কিন্দি খলিফা আল-মুত্তালিসের পুত্র আহমদ ইবনে আল মুতাসিমের টিউটর নিযুক্ত হন। তিনি খলিফা আল-মামুন এবং আল-মুতাসিমের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং রাজপরিবারে শিক্ষক ও চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আল-কিন্দির কয়েকটি গ্রন্থ আহমদ বা আল-মুতাসিমের নামে উৎসর্গিত। তিনি এ সময়ে ঈর্ষনীয় খ্যাতি লাভ করেন এবং রাজদরবারে তাঁর প্রভাব প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়। ইবনে নাবাতাহ বলেন, "আল-কিন্দি এবং তাঁর গ্রন্থ আল মুতাসিমের সাম্রাজ্যকে অলংকৃত করেছে।" তিনি খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর মুতাওয়াক্কিলের মুতাজিলা বিরোধী মনোভাব ও কিছু ঈর্ষাপরায়ণ লোকের ষড়যন্ত্রের ফলে আল-কিন্দি তাঁর বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য আল-কিন্দি নিজে মুতাজিলা ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল।

কর্মজীবন

কথিত আছে যে মুসা ইবনে শাকিরের পুত্রদ্বয় মুহাম্মদ এবং আহম্মদ বৈজ্ঞানিক হিসেবে মুতাওয়াক্কিলের বিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্রে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা আল-কিন্দির খ্যাতি এবং খলিফার অতি প্রিয়ভাজন হওয়ার বিষয়টি বরদাস্ত করতে না পেরে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তাঁরা সানাদ ইবনে আলী নামক এক ব্যক্তিকে খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। ঐ ব্যক্তি খলিফাকে আল-কিন্দির বিরুদ্ধে এমনভাবে উত্তেজিত করে ফেলেন যে খলিফা মুতাওয়াক্কিল আল-কিন্দিকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁকে প্রহার করার আদেশ দেন। খলিফা আল-কিন্দির 'আল-কিন্দাহ' নামে যে গ্রন্থাগার ছিল সে গ্রন্থাগারটিও বাজেয়াপ্ত করার হুকুম দেন এবং গ্রন্থাগার অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। কিন্তু রাজদরবারে তাঁর হৃত মর্যাদা তিনি আর ফিরে পাননি। এ মহান দার্শনিক ২৫২/৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আল-কিন্দির জ্ঞানের গভীরতার জন্য সুখ্যাতির পাশাপাশি জিঘাংসা চরিতার্থ করার মানসে সেকালের কিছু লেখক তাঁর কুখ্যাতির কথাও বলেন। বিশেষ করে আল-জাহিম তাঁর কিতাব আল-বুখালা গ্রন্থে এ ধরনের কুৎসা রচনা করেন। কেউ কেউ তাঁকে ইহুদী, আবারও কেউ তাঁকে খ্রিষ্ট্রীয়ান বলেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। এগুলি নিছক কুৎসা ছিল কারণ তাঁর নাম তাঁর পিতামহ এবং পিতার পরিচয় এর প্রমাণ। যাহোক আল-কিন্দি একজন ব্যক্তিত্ববান, মর্যাদাসম্পন্ন এবং জ্ঞানের প্রতি উৎসর্গিত প্রাণপুরুষ ছিলেন বলে তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের কুৎসা তাঁর মহান অবদানকে ম্লান করতে পারেনি।

চিকিৎসক আল-কিন্দি

আল-কিন্দি প্রাসাদোসম একটি গৃহে আরামদায়ক জীবন যাপন করতেন। তাঁর বাগিচায় তিনি অনেক রকম প্রাণী পুষতেন। খুব সম্ভবত তিনি সমাজ থেকে দূরে কিছুটা নির্জন জীবনযাপন করতেন। আল-কিফতী তাঁর সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করেন। আল-কিফতী বলেন যে, আল-কিন্দির এক ধনী প্রতিবেশী ছিলেন। কিন্তু এ প্রতিবেশী কখনও জানতেন না যে আল-কিন্দি ছিলেন একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক। একদিন অকস্মাৎ এ ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ঐ ব্যবসায়ী তাঁর সন্তানের সুচিকিৎসার জন্য বাগদাদের সকল চিকিৎসককে নিয়োগ করেও তাঁর সন্তানের রোগ দূর করতে পারেননি বলে হতাশ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় ঐ মহল্লায় কেউ ঐ ব্যবসায়ীকে বলেন যে, তাঁর প্রতিবেশী আল-কিন্দি খুবই উচ্চস্তরের চিকিৎসক। ঐ ব্যবসায়ী আল কিন্দির নিকট ছুটে যান এবং তাঁকে তাঁর সন্তানের চিকিৎসা করার অনুরোধ করেন। আল-কিন্দি ঐ রোগীকে মিউজিকের সাহায্যে রোগমুক্ত করেন। আল-কিন্দি শুধু একজন চিকিৎসকই ছিলেন না, তিনি একজন উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁর বিজ্ঞানসংক্রান্ত গ্রন্থাবলী এবং তাঁর ওপর গবেষণা করে বাইহাকী বলেন যে তিনি একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বাইহাকী তাঁকে একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার বলে অভিহিত করেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর দার্শনিক পরিচয়ই ছিল সর্বাগ্রে।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় দার্শনিক আল-কিন্দি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর মেধা ও জ্ঞানের আরো পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে।

আল-কিন্দির গ্রন্থাবলী

আল-কিন্দির ব্যাপক এবং বহুমুখী জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থাবলী থেকে। ইবনে নাদিমের মতে আল-কিন্দির গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ২৪২ খানা। তিনি এসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনুসারে এগুলিকে (১) দর্শন, (২) যুক্তিবিদ্যা, (৩) গণিতশাস্ত্র, (৪) স্ফেরিক্স, (৫) চিকিৎসা, (৬) জ্যোতির্বিদ্যা, (৭) পদার্থবিদ্যা, (৮) মনোবিজ্ঞান, (৯) রাজনীতি, (১০) মেটেওরলজি, (১১) ভিভিনিশন ও (১২) বিবিধভাগে ভাগ করেন। ফ্লুগেল আল-কিন্দির ২৬২ খানা গ্রন্থের তালিকা সংগ্রহ করেন এবং এগুলিকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের ঐতিহাসিক আল-কিফতী এবং ইবনে আবি উসাহবিয়াহ এ রকম সংখ্যক গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন। আল কিন্দির গ্রন্থের ব্যাপারে এসব তথ্য খুবই মূল্যবান। অনুমান করা হয় খুব সম্ভবত আল-কিন্দি তাঁর কিছু গ্রন্থের শিরোনাম দেননি। ১৯৬২ সালে বাগদাদে

আল-কিন্দি স্মরণে এক সম্মেলনে আর. জে. ম্যাকফারথী উপস্থাপিত আল-কিন্দির গ্রন্থের তালিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জর্জ এন আতিয়েহ বিভিন্ন উৎস খতিয়ে দেখে মোট ২৭০ খানা গ্রন্থের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি বিষয়বস্তু অনুসারে গ্রন্থগুলিকে বিভিন্নভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করেন। আমরা মূলত তাঁর তালিকা থেকে প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি উল্লেখ করব।

ক. দর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থ

(১) কিতাব আল-কিন্দি ইলা মু'তাদিম বিল্লাহ ফিল ফালাসিফা আল-উলা। এ গ্রন্থটি "On First Philosophy" নামে খ্যাত।

(২) কিতাব আল-ফালসিফাহ আল-দাখিলাহ ওয়াল মাসাইল আল-মানতিকিয়াহ ওয়াল মুতাসাহ ওয়া মা ফাউক আল-তাবিয়াত। এ গ্রন্থটি দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যার ওপর লিখিত।

(৩) কিতাব ফি আন্নাহু লা তুনাল আল-ফালাসিফাহ ইলা বি ইলম আল-বিয়াদিয়াত। অংকশাস্ত্র ও দর্শনের জ্ঞান সংক্রান্ত।

(৪) কিতাব আল-হাসস আলা তায়াল্লুম আল-ফালাসিফাহ-দর্শন পাঠ সংক্রান্ত গ্রন্থ।

(৫) রিসালা ফি কাম্মিয়াত কুতুব অ্যারিস্টুতুওয়া মা ইয়ুহতাজু ইলাইহি ফি তাহসিল আল-ফালাসিফাহ। এ গ্রন্থখানিতে এ্যারিস্টটলের দর্শনের বিষয়বস্তু এবং গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

(৬) কিতাব ফি কাস্‌দ এ্যারিস্টতাসিস ফিল মাকুলাত-এতে এ্যারিস্টটলের ক্যাটেগরিজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(৭) কিতাব ফি সাইয়াত আল-ইলম ওয়া আকসামিহি-বিজ্ঞানের প্রকৃতি বিভাগ সম্পর্কিত।

(৮) কিতাব আকসাম আল-ইলম আল-উনস-মানব বিজ্ঞানের বিভাগ সম্পর্কে।

(৯) কিতাব রিসালাতুহুল কুবরা ফি মিকিয়ামিহিল ইলমী-বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী সংক্রান্ত তাঁর বড় গ্রন্থ।

(১০) কিতাব রিসালাতুহুল সুগরা ফি খিমায়া সিহিল ইলমী-বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী সম্পর্কে তাঁর ছোট গ্রন্থ।

(১১) ফি আন্না আফয়াল আলবারী কুল্লুহা আদল লা জাওর ফিহা-সৃষ্টিকর্তার সব কর্ম ন্যায়সংগত এবং তিনি অন্যায়ের ঊর্ধ্বে।

(১২) রিসালা ফি মাইয়িয়াত মালা ইয়ুসকিন আন ইয়াকুনা লা নিহায়াত লাহু ওয়া মাল্লাজী ইয়ুকালু লা সিহায়্যাত লাহু-যা কখনও ইনফাইনিট হতে পারে না এবং যাকে ইনফাইনিট বলা হয়।

(১৩) কিতাব ফিল ইবানা আন্নাহু লা ইয়ুমকীন আন ইয়াকুনু ..... ফিল ফুয়া-পৃথিবী অসীম হতে পারে না এবং এটি কেবল সম্ভাব্যতার মধ্যে।

(১৪) কিতাব ফিল ফাইলাহ ওয়াল মুনফাইলাহ মিন আল তিব-ইয়্যাত আল-উলা পদার্থবিদ্যার প্রথম পুস্তক সম্পর্কিত।

(১৫) কিতাব ফিল ইবারাত আল জাওয়ামি আল-ফিকরিয়াহ-কিছু বিস্তারিত ধারণা সম্পর্কীয় গ্রন্থ।

(১৬) কিতাব ফি মাসাইল সু'ইলা আনহা ফি সানফা'আত আল-রিয়াদিয়াত-গণিত শাস্ত্রের উপকারিতা সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর।

(১৭) কিতাব ফি বাহশ কাওল আল মুদ্দাই আল আশইয়া আল খুলকা-প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

(১৮) কিতাব ফি আওয়াইল আল-আসইয়া আল মাহসুসাহ-সংবেদনশীল বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক উপাত্ত।

(১৯) রিসালা ফিল তারাফকুক ফিল সিনায়াত-কলা (Arts) সম্পর্কীয় গ্রন্থ।

(২০) রিসালা ইফ রাস্‌ম রিকা ইলাল খুলাফা ওয়াল ওয়াজুয়া-কিভাবে খলিফা এবং মন্ত্রিদের নিকট আবেদন করতে হয় এ সম্পর্কে গ্রন্থ।

(২১) রিসালা ফি কিসমাত আল-ফাকুন-আইনের বিভাগ সম্পর্কিত।

(২২) রিসালা ফি মাইয়াত আল আক্‌ল-বুদ্ধিবুদ্ধি সম্পর্কে এটি দু'বার ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত। গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(২৩) রিসালা ফিল ফায়েল হাক্ক আল-আওয়াল ওয়াল ফায়েল আল-নাকিস আল্লাজী হুয়া বিল সাজায-প্রথম সত্য ও আদর্শ এজেন্টের ওপরে লিখিত।

(২৪) রিসালা ইলা আল মামুন ফিল ইল্লাহ ওয়াল মালুল-মামুনের জন্য কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কে লিখিত।

(২৫) কিতাব আল তুফফাহ-এ গ্রন্থটি ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করা হয়।
ইংরেজীতে 'দি বুক অফদি এ্যাপল' নামে খ্যাত।

(২৬) ফিল জাওয়াহীর আল-খাম্‌শাহ-এই বইটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।

(২৭) রিসালা ফি ইসতিহ্‌দার আল আরওয়াহ-স্পিরিট সম্পর্কিত।

(২৮) রিসালা হুদুদ আল আসইয়া ওয়া রুসুমিহা-বস্তুর সংজ্ঞা এবং বিবরণ সম্পর্কিত গ্রন্থ।

(২৯) রিসালা ইলা আলী ইবনে জাহম ফি ওয়াহদানিয়াত ওয়া তানাহি জিরম আল আলম- খোদার একত্ব এবং বিশ্বের দৈহিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে লিখিত।

(৩০)আল রিসালাহ আল-হিকমিয়াহ ফি আসরার আল-রুহানিয়া-আত্মার গোপনীয়তা সম্পর্কে দার্শনিক গ্রন্থ।

(৩১) রিসালা আন্নাহু তুজাদ জাওয়াহীর বিল-আজলাস-দেহ ছাড়া দ্রব্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে গ্রন্থ।

আপনি লক্ষ্য করেছেন আল-কিন্দির উপরোক্ত গ্রন্থগুলি দর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থ। তাঁর দর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থের সবগুলি এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তবুও যেসব গ্রন্থের উল্লেখ করা হল সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে অনুধাবন করা যায় যে তিনি কত বড় দার্শনিক ছিলেন।

এখন আমরা তাঁর যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত কিছু গ্রন্থের উল্লেখ করব।

যুক্তিবিদ্যার ওপর লিখিত গ্রন্থ

(৩২) ইখতিসার কিতাব ইসাগহুজি লি ফারফুরিস-পরফাইরির ইসাগোগের সংক্ষিপ্ত সার।

(৩৩)রিসালাতুহু ফিল মাদখাল আল মানতিকী বি ইসতিফা আল কাউল ফিহি-যুক্তিবিদ্যার ভূমিকা।

(৩৪)রিসালা বি ইজাম ওয়া ইখতিসার ফিল বুরহান আল মানতিকী।

(৩৫)রিসালা ফি মাকুলাত আল-আসর-দশ ক্যাটেগরি সংক্রান্ত পুস্তক।

(৩৬) রিসালা ফিল ইবানা আন কাউল এ্যারিস্টাটলিস ফি আনালুটিকা-এটির একটি দীর্ঘ নাম আছে। এতে এ্যারিস্টটলের অ্যানালাইটিকার ওপর আলমাগেস্টের মতামত আছে।

(৩৭)রিসালা ফিল ইখতিরাস মিন খিদা আল সুফিসতাইয়াহ-সফিস্টদের বিবাদকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়।

(৩৮)রিসালা ফিল আসওয়াত আল খামসাহ-অন দি ফাইভ ভয়সেস।

(৩৯) রিসালা ফি আমাল আলাহ মুখরিজাত আল-জাওয়াসী-গণিতশাস্ত্রের ভূমিকা।

উপরোক্ত দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ ছাড়াও তিনি মনোবিজ্ঞানের ওপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

(৪০)রিসালা ফি আন্না আলা নাফ্‌স জাওহার বাসিত গাইর দাসির মুয়াশ্‌সির ফি আল আজলাস-আত্মা সরল দ্রব্য, অমর ও শরীরের ওপর ক্রিয়াশীল।

(৪১) রিসালা ফি মাই ইয়াত আল ইনসান ওয়াল উদাওয়া আল রাইস মিনহু-মানুষের প্রকৃতি এবং তাঁর প্রধান অংগ প্রত্যংগসমূহ।

আপনি লক্ষ্য করেছেন আল-কিন্দির গ্রন্থের তালিকা বেশ লম্বা হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্ত গ্রন্থের তুলনায় প্রদত্ত গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। যাহোক আল-কিন্দি যদি আরও দু'শত ত্রিশটি বই না লিখতেন তবুও এখানে প্রদত্ত গ্রন্থের তালিকা দেখে আমরা নি:সন্দেহে জানতে পারতাম যে আল-কিন্দি একজন অত্যন্ত উঁচু স্তরের দার্শনিক ছিলেন।

অনুশীলনী

আল-কিন্দির আবির্ভাবকাল ও জীবনী সম্পর্কে একটি বিবরণ দিন এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য/মিথ্যা

১। আল-কিন্দি উমাইয়া যুগে জন্মগ্রহণ করেন। সত্য/মিথ্যা
২। আল-কিন্দি কিন্দাহ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। সত্য/মিথ্যা
৩। আল -কিন্দিকে অনারব দার্শনিক বলা হয়। সত্য/মিথ্যা
৪। আল-কিন্দি দ্বিতীয় দার্শনিক ছিলেন। সত্য/মিথ্যা
৫। আল-কিন্দির পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। সত্য/মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আল-কিন্দির পিতামহ ছিলেন
(ক) একজন ব্যবসায়ী (খ) একজন চিকিৎসক
(গ) একজন সাহাবী (ঘ) কোনটিই নয়

২। আল-কিন্দির গ্রন্থের সংখ্যা ছিল
(ক) একশতটি (খ) একশত পঞ্চাশটি
(গ) দু'শত সত্তরটি (ঘ) তিনি কোন গ্রন্থ লিখেননি

৩। আল-কিন্দিকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেন
(ক) আল-মুতাওয়াক্কিল (খ) আল-মুতাসিম
(গ) আল-মামুন (ঘ) তিনি বরখাস্ত হননি

৪। আল-কিন্দি আব্বাসীয় রাজদরবারে
(ক) দার্শনিক ও চিকিৎসক ছিলেন (খ) কোষাধ্যক্ষ ছিলেন
(গ) সেনাধ্যক্ষ ছিলেন (ঘ) কোনটিই ছিলেন না

৫। আল-কিন্দিকে বলা হয়
(ক) উমাইয়া দার্শনিক (খ) আরব দার্শনিক
(গ) গ্রীক দার্শনিক (ঘ) কোনটিই নয়

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংক্ষেপে আল কিন্দির আবির্ভাবকালে দর্শনচর্চার পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২। আল-কিন্দির কর্মজীবনের পরিচয় দিন। তিনি কি কেবল দার্শনিক ছিলেন?
৩। আল-কিন্দির গ্রন্থাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করুন এবং তাঁর দশটি গ্রন্থের নাম লিখুন।

উত্তরমালা

সত্য/মিথ্যা

১। মিথ্যা ২। সত্য ৩। মিথ্যা ৪। মিথ্যা ৫। মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। গ ২। গ ৩। ক ৪। ক ৫। খ।

পাঠ-২

আল কিন্দির অধিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আল-কিন্দির অধিবিদ্যা কি তা জানতে পারবেন।
- আল-কিন্দির যুক্তিবিদ্যা কি তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- আল-কিন্দির দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারবেন।

ভূমিকা

মুসলিম দার্শনিকদের দর্শনের সবচেয়ে মূল্যবান আলোচ্য বিষয় অধিবিদ্যা। এক্ষেত্রে মুসলিম দার্শনিকদের প্রধান অবদান হল ইতিহাসের অবদান। তাঁরা প্লেটো, এ্যারিস্টটল বা এ্যারিস্টটলের পরবর্তী যুগের দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও অধিবিদ্যার জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকেই তাঁদের নিজস্ব ভাবধারা বজায় রাখেন। কারণ, দেখা যায় যে স্বর্গীয় জ্ঞানের মধ্যে এক সংঘাত উপস্থিত হয়। এ ধরনের সংঘাত এড়িয়ে দার্শনিক চিন্তাধারার অগ্রগতি সাধন করা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ ছিল। অবতীর্ণ গ্রন্থের এবং রাসূলের ভাবধারা একদিকে এবং হেলেনীয় দর্শন পদ্ধতির প্রয়োগ অন্যদিকে। চিন্তার ক্ষেত্রে হেলেনীয় দর্শনের প্রয়োগ অবতীর্ণ গ্রন্থের ভাবধারাকে বিনষ্ট করছে এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ মুসলিম চিন্তাধারার মধ্যে এ ধরনের চিন্তাধারার অনুপ্রবেশকে প্রচন্ড অনিষ্টকর মনে করেন এবং তা প্রচার করতে থাকেন। এমতাবস্থায় আল-কিন্দি এই দু'ধারার কোন একটি বেছে না নিয়ে এ দুটি ধারার সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন। এটি কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু আল-কিন্দির প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ফলে এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সংগে ইসলামী ভাবধারার সমন্বয় সাধন সম্ভব হয় এবং এ সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে তিনি যুক্তিবিদ্যাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁর অধিবিদ্যা বা First Philosophy এবং যুক্তিবিদ্যার আলোচনা করলে এর সত্যতা অনুধাবন করা যাবে। এ কারণে এখানে আমরা প্রথমে তাঁর অধিবিদ্যা আলোচনা করব এবং এরপর তাঁর যুক্তিবিদ্যার ওপর দৃষ্টি আলোকপাত করব।

আল-কিন্দির অধিবিদ্যা

আল-কিন্দির দার্শনিক আলোচনা প্রথম দর্শনকে (First Philosophy) অধিবিদ্যা বলা হয়। অধিবিদ্যা বা প্রথম দর্শন প্রথম কারণের (first cause) জ্ঞান আর দর্শনের অন্যসব কিছুই এ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আল-কিন্দির মতে অধিবিদ্যা ঐসব কিছুর বিজ্ঞান যা চলমান নয় (Does not move) অথবা অধিবিদ্যা হল স্বর্গীয় বস্তুর বিজ্ঞান। তিনি অধিবিদ্যাকে সকল প্রকার দর্শনের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ বলে অভিহিত করেন; কারণ এর অনুসন্ধানের বিষয় সকল সত্তার মধ্যে সর্বোচ্চ এবং মহত্তম। তাঁর মতে, অধিবিদ্যা "প্রধান সত্যের" বিজ্ঞান এবং এ সত্য সকল সত্যের কারণ। অধিবিদ্যা সম্পর্কে আল-কিন্দির এ ধারণা এ্যারিস্টটলের ধারণা থেকে যদিও পৃথক তথাপি তিনি এ ব্যাপারে এ্যারিস্টটলের ধারণার প্রভাবাধীন ছিলেন। তাঁর মতে অধিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় হল সত্তার শ্রেণীকরণ, খোদা এবং তাঁর প্রকৃতি, তাঁর সৃজনশীল কর্ম এবং তাঁর সঙ্গে জগতের সম্পর্ক।

আল-কিন্দি তাঁর কিতাব ফিল ফালাসিফা আল উলা গ্রন্থে সত্তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে বলেন যে এক প্রকার সত্তা সংবেদনশীল এবং এর সংবেদীয় জ্ঞান সম্ভব। অন্য প্রকার সত্তা প্রকৃতিগতভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং এর জ্ঞানও বুদ্ধিবৃত্তিজাত। অবস্থান, পরিমাণ এবং গুণের দিক দিয়ে প্রথম ধরনের সত্তা ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল এবং বিকারযোগ্য। জ্ঞানের দিক দিয়ে কল্পনা শক্তির (Immaginative faculty) মধ্যে এর আকার প্রতিভাত হয়, বুদ্ধি দ্বারা নয়। আল-কিন্দি এখানে বুঝাতে চান যে আমরা জাগতিক বস্তুর জাত বা সারধর্মকে কখনও জানতে পারি না, যদিও এগুলি বাস্তব অস্তিত্বের দিক দিয়ে আমাদের খুবই

নিকটবর্তী। দ্বিতীয় প্রকার সত্তাকে সংবেদন দ্বারা জানা যায় না বা এর কোন জাগতিক অস্তিত্ব নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে জেনাস বা জাতি এবং উপজাতিকে (স্পেসিস) কেবল বুদ্ধি দ্বারা জানা সম্ভব, কারণ এদের কোন জাগতিক অস্তিত্ব নেই। মানুষের মনে এগুলির বুদ্ধিবৃত্তিজাত ধারণা, এগুলির বাস্তবতা আছে, কিন্তু মনের উর্ধ্বে কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং সর্বজনীন বা ইউনিভারসালকে (জেনাস, স্পেসিস ইত্যাদি) কেবল বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়। কিন্তু ব্যক্তি বা বিশেষকে সংবেদনের সাহায্যে জানা যায়।

ব্যক্তি ও সর্বজনীন

আল-কিন্দি সর্বজনীন এবং ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের পার্থক্য নির্দেশ করে বলেন যে সর্বজনীন বিশেষের মতই বাস্তব; কিন্তু এদের নিজস্ব কোন জগৎ নেই। এক শ্রেণীর ব্যক্তির সাধারণ গুণের মধ্যেই এদের অস্তিত্ব বোধগম্য হয়। তিনি বলেন "রুহ হয় সর্বজনীন না হয় বিশেষ। সর্বজনীন বলতে আমি উপজাতীর (স্পেনিসের) প্রেক্ষিতে জাতি (জেনাস) কে বুঝি এবং ব্যক্তির প্রেক্ষিতে উপজাতিকে (স্পেসিস) বুঝি এবং আমি 'বিশেষ' বলতে উপজাতির (স্পেসিস) প্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে বুঝি।" আল-কিন্দি এখানে সর্বজনীন (universal) এবং ব্যক্তির আবশ্যক সম্পর্কের কথা বুঝাতে চান। তিনি বলেন সর্বজনীন ছাড়া কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব নই এবং ব্যক্তি ছাড়া সর্বজনীনের কোন অস্তিত্ব নেই। এভাবে তিনি ব্যক্তি ও সর্বজনীনের মধ্যে কোনটি পূর্বের এবং কোনটি পরের তার সমাধান করেন।

তিন প্রকার সত্তা ও বস্তুর দ্বিত্ববাদ

তাত্ত্বিক দিক দিয়ে আল-কিন্দি তিন প্রকার সৃষ্ট সত্তার কথা বলেন। প্রথম প্রকার হচ্ছে ঐসব সত্তা যেগুলি দেহজ। দ্বিতীয় প্রকার সত্তা হচ্ছে যেগুলি তাদের সূক্ষ্ম প্রকৃতির কারণে জড় থেকে পৃথক। তৃতীয় প্রকার সত্তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক সত্তা, যাদের দেহজ কোন কিছু নেই। ব্যক্তি প্রথম প্রকার, আত্মা দ্বিতীয় প্রকার এবং "স্বর্গীয় বস্তু" তৃতীয় প্রকারের সত্তা আল-কিন্দি অংকশাস্ত্রকে দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে যুক্ত করেন। এ তিন প্রকার সত্তার সংগে সংবেদনশীলতার কথা ব্যাখ্যা করার সময় তিনি বলেন যে সর্বজনীন এবং ব্যক্তি হচ্ছে সারবস্তু। আর সংবেদনশীলতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর আত্ম-অস্তিত্ব (Self- Subtance) বা আত্ম-প্রাণযাত্রা। আল-কিন্দি অন্য দু'প্রকার সত্তার কথা আলোচনা না করে কেবলমাত্র দ্বিতীয় প্রকার সত্তার কথা জোর দিয়ে বলেছেন। এর পেছনে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হল-আত্মাকে দেহহীন সারবস্তু প্রমাণ করা। তিনি মনে করেন যে, দেহহীন সারবস্তু সর্বজনীনের আকারেই অস্তিত্বশীল। আল-কিন্দি এখানে বস্তুর-দ্বিতত্ত্ববাদের ধারণা পোষণ করেন। একদিকে তিনি বলেন যে আল্লাহ অস্তিত্ববান; তাঁর সত্তা আমাদের বিবরণ ক্ষমতার বাইরে এবং আত্ম-অস্তিত্ববান হিসেবে সারবস্তুর (Substance) সংজ্ঞা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে উপরে আলোচিত তিন প্রকার বস্তুকে তিনি সৃষ্ট-সত্তা বলে অভিহিত করেছেন। আল-কিন্দি এখানে প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের খোদার ধারণা থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রমাণ করেন যে একদিকে আছে পূর্ণ চিরন্তন এবং অন্যদিকে শূন্য থেকে সৃষ্টবস্তু। তাঁর চিন্তার অভ্যন্তরের দ্বিতত্ত্ববাদ আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। আল-কিন্দির মতে, খোদাই হচ্ছেন একমাত্র সত্তা যিনি সম্পূর্ণরূপে চিরন্তন। অন্যদিকে তিনি বলেন আত্মা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের উর্ধ্বে, কিন্তু এর চিরন্তনতা সীমামুক্ত এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আত্মা সৃষ্ট।

আল-কিন্দি এখানে দার্শনিক ধারণার সংগে ইসলামে বর্ণিত খোদার ধারণা মিলিয়ে একটি নতুন ধারণা দেন। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর চিন্তাধারায় অভিনবত্বের প্রকাশ।

আল-কিন্দির যুক্তিবিদ্যা

দর্শনের অন্যান্য শাখার মত আল-কিন্দি যুক্তিবিদ্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। তাঁর গ্রন্থ তালিকা দেখে মনে হয় যুক্তিবিদ্যায় তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। ফলে এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব কি অবদান সে সম্পর্কে সরাসরি কিছু বলা কঠিন। তবে যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের কিছু পরিচয় দেওয়া সম্ভব। আমরা এখানে সে চেষ্টা করব।

সাধারণত আরবীয় যুক্তিবিদ্যা এ্যারিস্টটলিয়ান যুক্তিবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত। এদের ওপর স্টয়িক ও নিও-প্লেটোনিক যুক্তিবিদ্যারও প্রভাব ছিল। মুসলিম দার্শনিকরা যুক্তিবিদ্যার প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখান। ফলে মুসলিম চিন্তাধারার জগতে যুক্তিবিদ্যার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। এ কারণে গ্রীক বিজ্ঞানের মধ্যে যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থাবলী প্রথমদিকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে কেউ এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে স্টয়িক যুক্তিবিদ্যাকে গ্রহণ করেন। আবার অন্যান্যদের মধ্যে অনেকেই এ যুক্তিবিদ্যাকে গ্রহণ না করে এর বিভিন্ন নীতির ওপর তাঁদের যুক্তিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন।

আল-কিন্দি দর্শনের সাথে যুক্তিবিদ্যার সম্পর্ক সম্বন্ধে তেমন কিছু বলেননি। তাঁর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি বলেননি যে যুক্তিবিদ্যা দর্শনের অংশ বা কেবল দর্শনের হাতিয়ার। তবে এটুকু বুঝা যায় যে, তিনি যুক্তিবিদ্যাকে দার্শনিক অনুসন্ধান কর্মের হাতিয়ার বলে মনে করেন এবং তা মনে করেন অনেকটা অপ্রত্যক্ষভাবে। আল-কিন্দি যুক্তিবিদ্যা এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেননি। তবে প্রচ্ছন্নভাবে ধরে নেয়া যায় যে তিনি যুক্তিবিদ্যাকে ন্যায় অনুমানের যুক্তি সম্পর্কিত পাঠ বলে মনে করেন। তাঁর মতে, যুক্তিবিদ্যা দার্শনিককে প্রস্তুত করার জন্য আবশ্যকীয়; কিন্তু গণিতশাস্ত্রের মত তেমন জরুরী নয়। এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার ওপর 'অষ্টম পুস্তক' সম্পর্কিত আল-কিন্দির ট্রিটিজটি একমাত্র উৎস।

সে কারণে এই ট্রিটিজের ওপর ভিত্তি করে আল-কিন্দির অভিমত ব্যাখ্যা করা বিপদজনক নয়। আল-কিন্দি মনে করেন যে মোট চার প্রকারের সত্তা আছে। অন্যান্য সকল অস্তিত্বশীল বস্তুগুলি এসব সত্তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে তিন প্রকার হচ্ছে সারবস্তু (A'yan)যার মধ্যে ব্যক্তি, জাতি এবং উপজাতি (Genera and species) অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্ট শ্রেণীটি জাত্যার্থের ওপর ভিত্তিশীল ধারণা (notion) এবং জাত্যার্থের জাতি থেকে উপজাতিগুলিকে পৃথক করে।

আল-কিন্দি বলেন দার্শনিকদের ব্যবহৃত শিক্ষা ও অনুসন্ধানের পদ্ধতি চার প্রকার; (১) বিভক্তি, (২) বিশ্লেষণ, (৩)সংজ্ঞা এবং (৪) প্রতিপাদন বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রতিপাদিত বা অভিব্যক্তিশীল যুক্তিকে তিনি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন; কারণ এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান অত্যন্ত প্রসারিত এবং এটি সকল ধরনের লোকই ব্যবহার করেন। প্রতিপাদিত যুক্তি (Demonstrative reasoning) ব্যবহারকারী লোকজন বিভিন্ন প্রকার হয় যেমন শিশুদের যুক্তি আত্মকেন্দ্রিক; বয়স্কদের মধ্যে যাদের যুক্তি অ্যানালজি বা সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তিশীল তারা জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতকে অনুমান করেন; এরপরে আছেন স্কলার জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ যারা দ্বান্দ্বিক যুক্তি পদ্ধতিতে দক্ষ এবং যাদের premise বা আশ্রয়বাক্য সত্য, মিথ্যা বা দুর্বোধ্য হতে পারে। সর্বশেষ শ্রেণী হল জ্যামিতিক প্রমাণ এবং যুক্তিবিদ্যঅয় দীক্ষিত বা অভিমন্ত্রিত ব্যক্তি। এসব ব্যক্তি সংবেদন বা আরোহণের মাধ্যমে যেসব বস্তুকে জানা যায় না সেসব বস্তুর জ্ঞান অর্জনের জন্য ন্যায় অনুমানভিত্তিক (Syllogistic) যুক্তি ব্যবহার করেন। এসব দীক্ষিত ব্যক্তির জ্ঞানকে প্রতিপাদিত জ্ঞান বলা যায়। আল-কিন্দি এরপর প্রতিপাদিত যুক্তির উদাহরণ দেন এসব তত্ত্ব প্রমাণের সাহায্যে ঃ (১) কোন শূন্যতা নেই; (২) বিশ্বের বাইরে কোন শূন্যতা বা বস্তুপূর্ণ স্থান নেই এবং (৩) এ পৃথিবী কোন এক সময় লয়প্রাপ্ত।

সর্বশেষে আল-কিন্দি যুক্তিবিদ্যার লক্ষ্যকে নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্যের সমার্থক বলে বর্ণনা করেন। উপরোক্ত আলোচনার দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে আল-কিন্দি ইউক্লিডিও নীতিকে ন্যায় অনুমানভিত্তিক যুক্তির ভিত্তি বলে মনে করেন। আল-কিন্দির এ ধরনের পদ্ধতি নিঃসন্দেহে সমস্ত মুসলিম দার্শনিকদের পদ্ধতির চেয়ে অভিনব। আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে আল-কিন্দির বিবেচনায় সর্বজনীনের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই; সর্বজনীনকে কেবল বুদ্ধি দ্বারাই বুঝা যায়। কারণ এগুলি চিন্তার বস্তু যা সম্ভাব্যতা থেকে বাস্তবতায় উত্তরণ করে। একইভাবে কোন বস্তুর সারধর্মকে বুদ্ধি দ্বারা জানা যায় আর এর বাস্তব অস্তিত্বকে জানা যায় সংবেদনের মাধ্যমে। তাঁর মতে জ্ঞান এবং সত্তা পর্যায়ক্রমিক। সুতরাং গৌণ

সারবস্তুকে জানতে হলে অবশ্যই মুখ্য সারবস্তুকে জানতে হবে। আর মুখ্য সারবস্তুকে জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে অংকশাস্ত্রের জ্ঞান।

আল-কিন্দির এসব তত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে তিনি এ্যারিস্টটলীয় এবং স্টয়িক যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান আহরণ করেন এবং তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারায় নিজস্ব ভঙ্গিতে এ জ্ঞান প্রয়োগের প্রয়াস পান। এ কারণেই তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যাকে পদ্ধতির চেয়ে অংকশাস্ত্রীয় জ্ঞান তথা দার্শনিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর।

অনুশীলনী

আল-কিন্দির অধিবিদ্যা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। তাঁর যুক্তিবিদ্যা পাঠ করে সারাংশ বের করে লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য-মিথ্যা

১। আল-কিন্দির অধিবিদ্যার অপর নাম First Philosophy। সত্য/মিথ্যা
২। আল-কিন্দির মতে সর্বজনীনকে সংবেদন দ্বারা জানা যায়। সত্য/মিথ্যা
৩। আল-কিন্দির মতে সৃষ্টসত্তা তিন প্রকার। সত্য/মিথ্যা
৪। আল-কিন্দি যুক্তিবিদ্যাকে দর্শনের শাখা বলেন। সত্য/মিথ্যা
৫। আল-কিন্দির মতে প্রথম কারণ আল্লাহ। সত্য/মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সর্বজনীনকে জানা যায়
(ক) বুদ্ধি দ্বারা (খ) স্বজ্ঞা দ্বারা
(গ) কোনটির দ্বারা নয়।

২। আল-কিন্দির মতে ব্যক্তি ছাড়া সর্বজনীনের অস্তিত্ব
(ক) নেই (খ) আছে
(গ) কোনটিই নয়

৩। আল-কিন্দির মতে পৃথিবী কোন এক সময়ে
(ক) সৃষ্ট (খ) সৃষ্ট নয়
(গ) স্বয়ংসৃষ্ট (ঘ) কোনটিই নয়

৪। আল-কিন্দির মতে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সত্তা
(ক) তিন প্রকার (খ) চার প্রকার
(গ) পাঁচ প্রকার (ঘ) কোন প্রকারভেদ নেই

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংক্ষেপে আল-কিন্দির অধিবিদ্যা আলোচনা করুন।
২। যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আল-কিন্দির অভিমত ব্যাখ্যা করুন।
৩। আল-কিন্দির অধিবিদ্যা এবং যুক্তিবিদ্যার ওপর এ্যারিস্টটলের কোন প্রভাব আছে কি? থাকলে কিভাবে আছে?

উত্তরমালা

সত্য-মিথ্যা

১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। সত্য ৪। মিথ্যা ৫। সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। খ ২। ক ৩। খ ৪। ক।

পাঠ-৩

আল-কিন্দির দর্শন ধর্ম ও সম্পর্কে আলোচনা এবং কোরআনের দার্শনিক ব্যাখ্যা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- দর্শন বলতে আল-কিন্দি কি বুঝাতে চান, তা জানতে পারবেন।
- দর্শন ও ধর্মের সম্পর্কের বিষয় অবগত হবেন।
- দার্শনিক যুক্তির ওপর কোরানিক যুক্তির স্থান কিরূপ? তা জানতে পারবেন।

ভূমিকা

দর্শনের সাথে ধর্মের সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি আল-কিন্দির সময়ে তেমন সহজ ছিল না। আল-কিন্দির পূর্বে আর কেউ তেমন সাহসী ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হননি। সে কারণে আল-কিন্দিকে প্রথম দার্শনিক বলা যায় যিনি দর্শনের সাথে ধর্মের বা যুক্তির সাথে প্রত্যাদেশের সমন্বয় সাধনের মত কঠিন কাজ করার প্রয়াস পান। আল-কিন্দি এ দুরূহ কাজ করতে গিয়ে প্রথমে দর্শন কি তা বুঝানোর চেষ্টা করেন। এরপর দর্শনের সাথে ধর্মের কোন্ বিষয়ে মিল আছে তা খুঁজে বের করেন এবং দর্শন ও ধর্মকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সমন্বয় সাধনের বা সম্পর্ক স্থাপনের দিকে অগ্রসর হন। তিনি অবশ্য পরবর্তীতে দার্শনিক যুক্তির ঊর্ধ্বে ধর্মের স্থান নির্দেশ করারও চেষ্টা করেন। অবতীর্ণ গ্রন্থের বক্তব্য আল্লাহর বলে তা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু দর্শনের যুক্তি মানুষের বলে তা প্রশ্নাতীত নয়। আমরা এখন দেখি তিনি কিভাবে দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

দর্শন ও ধর্মের সম্পর্ক

আল-কিন্দি তাঁর কিতাব ..... ফিল ফালাসিফা আল উলা গ্রন্থে বলেন, "মানবিক কলার মধ্যে উচ্চতম ও মহত্তম কলা হচ্ছে দর্শন।" তিনি দর্শন সম্পর্কে বলেন, "Philosophy is the knowledge of things in their realities to the limit of human power"। অর্থাৎ মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে বস্তুর বাস্তবতার জ্ঞানই দর্শন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন দার্শনিকদের জ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হল সত্যে পৌঁছানো এবং সেই সত্য অনুসারে কর্ম সম্পাদন করা। দর্শনের বিষয়বস্তুর মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আল-কিন্দি এভাবে দর্শনকে উচ্চে স্থান দেন। কারণ তাঁর মতে ঐসব বিষয়বস্তুর সংগে, চিরন্তন ও সর্বজনীন বস্তুর সম্পর্ক আছে।

মুসলিম বিশ্বে বিশুদ্ধ একজন অগ্রদূত হিসেবে আল-কিন্দি দর্শনের বেশ কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করেন। তাঁর অনূদিত একটি গ্রন্থ Definitions of things and their descriptions। এ গ্রন্থে তিনি যে সংজ্ঞা প্রদান করেন সেগুলো এরূপ:

(১) 'Philosophy' কথাটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত-একটি Philo অর্থাৎ বন্ধু, অপরটি 'Sophia' অর্থাৎ 'জ্ঞান'। এভাবে 'Philosophy' শব্দটির অর্থ হল 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ'। এ সংজ্ঞা গ্রীক শব্দাবলী থেকে নেওয়া হয়েছে।

(২) দর্শন হচ্ছে মানুষের স্বর্গীয় উৎকর্ষ লাভের সাধনা করা এবং এ সাধনার ফলে যতটুকু উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা সম্ভব হয়।

(৩) দর্শন হচ্ছে মৃত্যুর জন্য অনুশীলন করা। মৃত্যুর অর্থ হল দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছিন্নতা।

(৪) দর্শন হল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের জ্ঞান।

(৫) দর্শন মানুষের নিজস্ব জ্ঞান।

(৬) দর্শনের যথার্থ বিষয়বস্তুর সংজ্ঞা হল এটি সারধর্ম এবং মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা অনুযায়ী বস্তুর কারণের বিজ্ঞান (Essence and causes of things to the limit of human power)।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে আল-কিন্দি সর্বশেষে উল্লিখিত সংজ্ঞাটির ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। এর সঙ্গে দর্শনকে যুক্ত করেন গুণের অনুশীলন বলে। তাঁর মতে, দার্শনিক হলেন তিনিই যিনি সত্যের সন্ধান করেন এবং সে অনুসারে বেঁচে থাকেন। পূর্ণ দর্শন কেবল সত্যের জ্ঞান নয়, বরং সত্যকে কর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতা দান করা। তাঁর মতে প্রকৃত জ্ঞানী-জ্ঞান অনুসন্ধান করেন, এ জ্ঞান কার্যে পরিণত করেন।

গুণের অনুশীলন হিসেবে আল-কিন্দির দর্শনের ধারণা সক্রেটিস এবং স্টোয়িকদের মতই দর্শনের পরিণতির সঙ্গে বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে নৈতিকতা সম্পর্কিত। দার্শনিকের দর্শনচর্চার প্রধান উদ্দেশ্য হল জানা এবং এ জ্ঞান অনুসারে বিজ্ঞের মত যথার্থ কাজ করা। জ্ঞান এবং গুণকে সমভাবে যুক্তির গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের ধারণার মর্মার্থ হচ্ছে পালনীয় নৈতিক কর্তব্যগুলোর ওপর থেকে ধর্মের ভূমিকা হ্রাস করা। অন্যকথায় তিনি নৈতিকতার ব্যাপারে অবতীর্ণ বাণীর চেয়ে যুক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে দেখাতে চান। এ ধরনের ধারণা স্টোয়িক এবং মুতাযিলাদের মানবীয় মনোভাবের মতই। আল- কিন্দির এ ধরনের মনোভাবের কাছাকাছি মুতাযিলাদের বিবেচনায় মানুষ যুক্তির দ্বারা আল্লাহ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের জ্ঞান অর্জন করতে পারে। যদি তাই হয় তবে দর্শনকে শুধু তাত্ত্বিক চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়; বরং দর্শনকে মানুষের জীবনের বাস্তব স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা উচিত।

আল্লাহর একত্বের বিজ্ঞান

আল-কিন্দি তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের মধ্যে দর্শনকে ধর্মতত্ত্ব এবং আল্লাহর একত্বের বিজ্ঞান হিসেবে দু'ভাগে ভাগ করেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মধ্যে তিনি নীতিশাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেন। আল-কিন্দির এ অভিমত এ্যারিস্টটলের অভিমতের অনুরূপ। যাহোক, আল-কিন্দি এখানে স্টয়িকদের আদর্শ গ্রহণ করেন। কর্মের সংগে জ্ঞানের সম্মিলন ও যুক্তির কাজ শুধু চিন্তন নয়, বরং আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে যথার্থ আদর্শ। যুক্তিকে জ্ঞানের হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণ করার প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁর উপরোক্ত ধারণার সমর্থন মেলে।

আল-কিন্দি একাধিকবার বলেন যে দর্শনের কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে সত্যের অন্বেষণ করা। তাঁর First Philosophy গ্রন্থে তিনি যেভাবে সত্যের অনুসন্ধান কর্মে প্রবৃত্ত হন, তা এ্যারিস্টটলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি সত্যের অনুসন্ধান কর্মে প্রবৃত্ত সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করেন। কারণ তাঁর মতে কোন মানুষই এককভাবে সত্য অর্জনে সক্ষম নন। যে কারণে সত্য অন্বেষণের কাজে সহযোগিতা ও সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

সত্যের মত দর্শনকেও তিনি আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা করেন যদিও এখানে তাঁকে যুক্তি ও অবতীর্ণ বাণীর মধ্যে বিরাজমান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আল-কিন্দি দু'পর্যায়ে এ সমস্যার মোকাবিলা করেন ঃ প্রথমটি দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্যের অভিন্নতার ওপর ভিত্তিশীল; দ্বিতীয়টি জ্ঞানতত্ত্বের ওপর ভিত্তিশীল অর্থাৎ জ্ঞানতাত্ত্বিক।

দর্শন ও ধর্মের অভিন্ন লক্ষ্য

দর্শন ও ধর্মের নৈতিক লক্ষ্যের অভিন্নতা প্রসঙ্গে আল-কিন্দি দর্শনের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সঙ্গে ধর্মের সুসংগতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, দর্শন প্রয়োজনীয়, এটি কোন বিলাসিতা নয়। তিনি বলেন, যারা দর্শনের বিরোধী তাঁদের বলা উচিত দর্শন প্রয়োজনীয় অথবা অপ্রয়োজনীয়। তাঁরা যদি দর্শনকে প্রয়োজনীয় বলেন তাহলে তাদের উচিত এর অন্বেষণ করা। অপরদিকে, তাঁরা একে অপ্রয়োজনীয় মনে করলে তাঁদের মতের প্রমাণের জন্য তাঁদের যুক্তি প্রদান করতে হবে। তিনি মনে করেন, এক্ষেত্রে যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপন করাই হচ্ছে দর্শন। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে দর্শন প্রয়োজনীয়।

আল-কিন্দির মতে দর্শন ও ধর্মের কতগুলো অভিন্ন লক্ষ্য আছে। এগুলো হল আল্লাহর একত্বের জ্ঞান এবং গুণের অন্বেষণ। তাঁর মতের সমর্থনে তিনি বলেন দর্শনের আওতার মধ্যে পড়ে ধর্মতত্ত্ব, আল্লাহর

একত্বের বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র এবং অন্যান্য ঐ সমস্ত বিজ্ঞান যা মানুষকে মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করে এবং অমঙ্গলকে পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মের প্রধান কাজও একই রকম। সকল অবতীর্ণ ধর্মের প্রধান কাজ হচ্ছে আল্লাহর অভিনব একত্বের ও স্বর্গীয় মহিমার প্রচার এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় সব গুণাবলীর নির্বাচন ও চর্চা করা।

অন্যদিকে আল-কিন্দি মনে করেন তাত্ত্বিকভাবে দর্শন ও ধর্ম একই রকম কতগুলো সমস্যার আলোচনা করে, এর মধ্যে প্রধান সমস্যাটি হচ্ছে আল্লাহর একত্ব। বাস্তব দিক দিয়ে দর্শন ও ধর্মের অভিন্নতর লক্ষ্য হল মানুষকে উচ্চতর নৈতিক জীবন যাপনের পথে আহবান করা। সুতরাং এই উভয় দিক দিয়ে আল কিন্দির চিন্তায় এ সত্য ফুটে ওঠে যে দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্য একই হওয়ায় এদের মধ্যে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই।

ধর্ম ও দর্শনের সম্পর্কের ব্যাপারে আল-কিন্দি ধর্মতত্ত্বকে দর্শনের আওতাভুক্ত করায় তিনি সমস্যার সম্মুখীন হন। দর্শনের কাজ যদি ধর্মের অবস্থানকে সুদৃঢ় করা হয় তাহলে দর্শন ধর্মের হাতিয়ার (handmaid)-এ পরিণত হয়। আবার অন্যদিকে দর্শন ও ধর্মের সম্পর্কের বিষয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যার উদ্ভব হয়। নৈতিকতার ক্ষেত্রে দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্য যদি একই হয়, তবে জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে দর্শন ও ধর্মকে কি একই সমান ধরা হবে? কোন্ ধরনের জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক, যুক্তিভিত্তিক বা নবীকর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞান? নবী কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞান কি যুক্তিভিত্তিক, নাকি উভয় প্রকার জ্ঞান বিভিন্ন উপায়ে একই সত্যে উপনীত হয়?

আল-কিন্দি এ সমস্যার ব্যাপারে কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেননি। এক সময় তিনি যৌক্তিক ও স্বর্গীয় জ্ঞানকে একই রকম নিশ্চয়াত্মক বলেন। তিনি স্বর্গীয় জ্ঞানকে যৌক্তিক ও স্বর্গীয় জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আবার অন্য সময় তিনি বলেন যে মানবীয় জ্ঞান নবীর জ্ঞানের চেয়ে নিকৃষ্টতর।

আল-কিন্দির এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার পেছনে যেসব কারণ আছে সেসব কারণগুলো হল ঐ যুগের চিন্তার প্রবাহ। ধর্মীয় পরিমন্ডলের কথা ব্যাখ্যা করলে তা বুঝা যাবে। তিনি স্বেচ্ছায় এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেননি। কারণ দার্শনিক জ্ঞানকে ধর্মীয় জ্ঞানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা তাঁর যুগে এক প্রকার অসম্ভব ছিল। কিন্তু আল-ফারাবী এবং ইবনে সিনা তা করতে পেরেছেন পরবর্তীযুগে। যাহোক, আল-কিন্দির কৃতিত্ব হল, তিনি সকল বাধা দূর করে এবং সাহসিকতার সাথে ধর্ম এবং দর্শনের সম্পর্কের কথা তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেন। অন্যদিকে তাঁর সময়ে দর্শনের কোন সূক্ষ্ম আলোচনাও তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। আবার তাঁর গ্রন্থ থেকে বুঝা যায় যে তাঁর পদ্ধতি বিশ্লেষণাত্মক ছিল না; বরং এটি সমন্বয়ধর্মী ছিল। তিনি ধর্ম ও দর্শনের সম্পর্ককে সাধারণ অর্থেই দেখেন। এক্ষেত্রে তিনি দর্শনের সমস্যার গূঢ়তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ করেননি। ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সময় তাঁর মনে এক ধরনের সমন্বয়ের ব্যাপারে কোন সংশয়ের উদ্রেক হয়নি। এ কারণে তিনি বলেন, "সত্যবাদী মুহাম্মদ (সঃ)-এর সুন্নাহ এবং যে বাণী তিনি সর্বক্ষমতাবানের নিকট থেকে পান তা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি দ্বারা নিশ্চিত করা যায়। কেবল যথার্থ যুক্তিবিবর্জিত ও অজ্ঞ লোকজনই তা প্রত্যাখ্যান করে।" যাহোক এ ব্যাপারে তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রতিপাদিত সত্য (Demonstrative truth) অন্বেষণে যুক্তিবিদদের পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

আপাতদৃষ্টিতে, আল-কিন্দি দর্শন ও ধর্মের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা যুক্তি ও প্রত্যাদেশের ক্ষেত্রে যে সংকটের সম্মুখীন হন, তিনি সে সম্পর্কে নিজেই তাঁর First Philosophy গ্রন্থে এর সমাধানের দিকে ইঙ্গিত করেন এবং এজন্য তিনি কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যার বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি অবতীর্ণ বাণীকে প্রতীকাশ্রয়ী পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করে দেখান যে দর্শন ও ধর্মের সুসম্পর্ক রয়েছে।

কিন্তু তিনি যখন বলেন যে মানবীয় জ্ঞান (human knowlegdge) নবীর প্রাপ্ত জ্ঞানের চেয়ে নিকৃষ্টতর তখনই সমস্যাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সুসম্পর্ক আছে। কিন্তু মানবীয় জ্ঞান বা দার্শনিক জ্ঞান যদি স্বর্গীয় জ্ঞানের চেয়ে নিকৃষ্ট হয় তাহলে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য

কোথায়? আবার তিনি মানুষের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। অর্থাৎ মানুষ তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সাহায্যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের সমতূল্য জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম নয়। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিঃসন্দেহে এটি একটি সমস্যা। আল- কিন্দি খুব সম্ভবত তা অনুধাবন করে এর উত্তর দেন এভাবে:

Hence men of intelligence draw the evident conclusion that since this (knowledge exists, it comes from God, whereas (ordinary) men are unable by their very nature to attain to a similar knowledge, because it is above and beyond their nature and the devices they use. Thus, they submit themsleves in obedience and docility to it and faithfully believe in the truth of the message of the prophets।

সুতরাং বুদ্ধিমান মানুষ এ স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যেহেতু এ জ্ঞান বিদ্যমান, সেহেতু এ জ্ঞান আল্লাহপ্রদত্ত। অথচ সাধারণ মানুষ তাদের প্রকৃতি বা ক্ষমতার সাহায্যে এ ধরনের জ্ঞান অর্জনে সক্ষম নয়; কারণ এটি তাদের প্রকৃতি (বা ক্ষমতার) এবং যে উপায় তারা অবলম্বন করেন তার উর্ধ্বে। সুতরাং তারা নিজেরাই মান্য করার জন্য আত্মসমর্পণ করেন এবং রাসূলের বাণীর সত্যতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

আল-কিন্দির মতে মুসলমানগণ কুরআন বর্ণিত আল্লাহর বাণী অনুসরণ করেন এবং তাঁরা এ বাণীর নিশ্চিত যুক্তি বিশ্বাসী। দার্শনিকগণ যৌক্তিক প্রতিপাদনে বিশ্বাসী। তাঁদের জ্ঞান যুক্তি প্রতিপাদনের কতকগুলি স্বচ্ছ নীতির ওপর নির্ভর করে। আল-কিন্দি বলেন, কোরআনের যুক্তি স্বর্গীয় বিধায় তা দার্শনিক যুক্তির চেয়ে অধিক নিশ্চিত, সুস্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য। কোরআন শূন্য থেকে সৃষ্টি এবং কেয়ামতের মত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান দেয়। তাঁর মতে, কোরআনের যুক্তি পরিষ্কার এবং প্রসারিত বিশ্বাস হওয়ায় এগুলো নিশ্চয়তা এবং নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের উদ্রেক করে। সুতরাং এসব কোরআনিক যুক্তি দার্শনিক যুক্তির চেয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর। আল-কিন্দি বলেন, কুরআন থেকে এ ধরনের যুক্তির উদাহরণ দেওয়া যায়। কুরআনে বর্ণিত আছে একজন অবিশ্বাসী জিজ্ঞাসা করল, "মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার পর কে কিভাবে আবার হাড়গুলোতে জীবনদান করবে? উত্তরে কুরআনে বলা হয়েছে "তিনিই জীবন দান করবেন যিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন।"

কুরআনের দার্শনিক ব্যাখ্যা

আল-কিন্দি কুরআনের দার্শনিক ব্যাখ্যার দ্বার উন্মোচন করেন এবং দর্শন ও ধর্মের সমন্বয় সাধন করেন। তিনি "The worship (sujud) of the primum mobile" গ্রন্থে নক্ষত্র গাছপালা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর আল্লাহকে সিজদা করার উদাহরণ দেন। এখানে এসবের ক্ষেত্রে, সাজাদা শব্দটি ব্যবহার করেন এবং বলেন যে এরাও আল্লাহকে মান্য করে এবং সিজদাহ করে। এর অর্থ হল কুরআনে বর্ণিত আয়াতের অর্থ ও যুক্তি অভ্রান্ত এবং মানবীয় যে কোন দার্শনিক যুক্তির চেয়ে উন্নত। কিন্তু তাই বলে দর্শনের সঙ্গে যে এর বিরোধিতা আছে তা তিনি স্বীকার করেন না, কারণ আয়াতগুলো যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যাযোগ্য এবং যুক্তি প্রতিপাদন দর্শনের কাজ।

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্মে আমরা বলবো যে তাঁর আলোচনায় আপাতত দুটি বিরোধী ধারা দেখা যাচ্ছে যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। একটি ধর্মকে দর্শনের সমান ভাবা বা ধর্মের ব্যাখ্যাকে দর্শনের যুক্তির প্রভাবাধীন করা এবং আরেকটি হচ্ছে দর্শনের যুক্তির চেয়ে স্বর্গীয় বাণীর উৎকর্ষতা প্রমাণ করা। তাঁর আলোচনায় এ ধরনের অসঙ্গতির মূলে দুটি কারণ থাকতে পারে। এর একটি হচ্ছে তিনি First Philosophy গ্রন্থটির পরে তাঁর মনোভাব কিছুটা পরিবর্তন করে On the Number of Aristotles Books গ্রন্থটি লিখেন। এ গ্রন্থে দ্বিতীয় যুক্তিটি তুলে ধরেন। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে যৌক্তিকভাবে তাঁর আলোচনায় কিছুটা অসঙ্গতি ধরা পড়েছে কারণ যুক্তিবিদ্যার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পদ্ধতির প্রয়োগ তখনও তেমনভাবে শুরু হয়নি। অনেকে পরবর্তী কারণের কথাই বলেন। সে যাহোক তিনি তাঁর যুগের প্রতিকূল পরিবেশে ধর্মকে দর্শনের সঙ্গে যেভাবে যুক্ত করেছেন তা সাহসী পদক্ষেপ। এক ফলেই

পরবর্তীতে আল- ফারাবী, ইবনে সিনা এবং ইবনে রুশদ ধর্ম ও দর্শনের সম্পর্ক নিয়ে আরো খোলাখুলিভাবে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন।

অনুশীলনী

আল-কিন্দি কিভাবে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন? তাঁর সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় কি কোন অসংগতি আছে? চিন্তা করুন ও লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য-মিথ্যা

১। আল-কিন্দির মতে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। সত্য-মিথ্যা

২। আল-কিন্দির মতে ধর্ম দর্শনের চেয়ে নিকৃষ্টমানের। সত্য-মিথ্যা

৩। আল-কিন্দির মতে দর্শন ও ধর্ম আল্লাহর একত্ব প্রমাণ করে। সত্য-মিথ্যা

৪। আল-কিন্দির মতে দর্শন মানুষের নিজস্ব জ্ঞান। সত্য-মিথ্যা

৫। আল-কিন্দি সর্বপ্রথম দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। সত্য-মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আল-কিন্দির মতে মানবিক কলার মধ্যে উচ্চতম এবং মহত্তম কলা হচ্ছে
(ক) বিজ্ঞান (খ) চারুকলা
(গ) দর্শন (ঘ) সৌন্দর্য বিজ্ঞান

২। আল-কিন্দির মতে দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে
(ক) যুক্তির অন্বেষণ করা (খ) সত্যের অন্বেষণ করা
(গ) খোদার অন্বেষণ করা (ঘ) কোনটিই নয়।

৩। আল-কিন্দি ধর্মতত্ত্বকে দর্শনের
(ক) আওতাভুক্ত করেন (খ) বিরোধী মনে করেন
(গ) শাখা মনে করেন (ঘ) কোনটিই মনে করেন না।

৪। আল-কিন্দির মতে কোরআনের যুক্তি দর্শনের যুক্তির চেয়ে
(ক) নিশ্চয়ক (খ) দুর্বল
(গ) শক্তিশালী (ঘ) কোনটিই নয়।

৫। আল-কিন্দির মতে যুক্তি জ্ঞান অর্জনের
(ক) হাতিয়ার (খ) ভিত্তি
(গ) লক্ষ্য (ঘ) কোনটিই নয়।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আল-কিন্দির মতে দর্শন কি? তিনি কোন্ সংজ্ঞাটি বেছে নেন?

২। দর্শনের সংগে ধর্মের সম্পর্কের বিষয়ে আল-কিন্দির বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

৩। আল-কিন্দির দর্শন ও ধর্মের সম্পর্কের আলোচনায় যে অসংগতি দেখা যায় তা চিন্তা করে বের করুন এবং লিখুন।

উত্তরমালা

সত্য-মিথ্যা

১। মিথ্যা ২। মিথ্যা ৩। সত্য ৪। সত্য ৫। সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। ক।

পাঠ-৪

আত্মা ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে আল-কিন্দির ধারণা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- আল-কিন্দির মতে আত্মা কি তা জানতে পারবেন।
- বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে তাঁর অভিমতের ব্যাখ্যা পাবেন।
- আত্মার কার্যপ্রণালী ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা পাবেন।

আত্মা ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে আল-কিন্দির গ্রন্থ

আত্মা সম্পর্কে আল-কিন্দির লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা তেমন খুব একটা বেশী নয়। আত্মা ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর তাঁর On the Intellect গ্রন্থটি ছাড়া A Discourse by Al-kindi on the Soul, Abridged and Concise গ্রন্থটিতে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের আত্মার ধারণা সমন্বয়ের মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব ধারণায় পৌঁছানোর কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁর এক বন্ধুর অনুরোধে আত্মা ও এর উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে দার্শনিকদের মতবাদ ব্যাখ্যা করে তিনি On the Soul, Abridged from the Book of Aristotle and Plato and from the other Philosophers গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে এ্যারিস্টটলের চেয়ে প্লেটো ও নিও পাইথগোরীয় অভিমতের প্রতি তিনি বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর আত্মা সম্পর্কিত সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায় তিনি এ ব্যাপারে এ্যারিস্টটলের প্রভাবমুক্ত হয়ে তাঁর নিজস্ব মতবাদ ব্যক্ত করেন। A Discourse on the Soul গ্রন্থে অবশ্য তিনি প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের আত্মার ধারণার সম্মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আত্মা ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে তাঁর অভিমত অনেকটা প্লেটোর অভিমতের মতই। তবে একথা ভুললে চলবে না যে আত্মা ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে প্লেটোর ধারণার সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের ধারণা সংযুক্ত করে এক নতুন ধারণায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেন।

আত্মা সম্পর্কে আল-কিন্দির ধারণা

আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে আল-কিন্দি যে কোন ধরনের জড়বাদী ধারণার পরিপন্থী। তাঁর মতে, "আত্মা সরল, পূর্ণ এবং মহৎ প্রকৃতির। এর সারমর্ম সৃষ্টিকর্তার সারমর্ম থেকে নির্গত ঠিক তেমনিভাবে, যেমনিভাবে সূর্য থেকে সূর্যের আলো নির্গত হয়। তাঁর মতে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং আলাদা। প্রকৃতির দিক দিয়ে আত্মার সারমর্ম স্বর্গীয় এবং আধ্যাত্মিক। দেহের প্রতি এ আত্মা আকর্ষণহীন এবং এ আত্মা বুদ্ধিময় দ্রব্য।

স্বর্গীয় ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির হওয়ায় মানুষ এই আত্মাকে উন্নত ও বিশুদ্ধ করে এ জগতে ও পরজগতে চরম উৎকর্ষ, মহত্ত এবং আশির্বাদ অর্জন করতে পারে। আত্মা জড় বা সংবেদীয় কলুষতার উর্ধ্বে থাকলে পলিস্ড বা পরিশোধিত থাকবে। এই পরিশোধিত আত্মা ঝকঝকে আয়নার মত যে আয়নায় যা কিছু প্রতিফলিত হয় তা যেমন পরিষ্কারভাবে দেখা যায় ঠিক অনুরূপভাবে পলিস্ড বা বিশুদ্ধ আত্মার ওপর বিশ্বের গোপন রহস্যগুলো পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়। প্লেটোর মতে, আত্মা দেহ ত্যাগ করে স্বীয় জগতে প্রবেশ করলে জ্ঞানের প্রকৃত ক্ষমতা এবং 'স্বর্গীয় রূপ' লাভ করে। আত্মা এরূপে হয় মহাশক্তিমানের মতই। এ ধরনের আত্মার ভূত ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই।

আল-কিন্দি বলেন,"এ ধরনের আত্মা পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা অর্জন করলে স্বপ্নে এ আত্মা বিস্ময়ের জগতের স্বপ্ন দেখে এবং যাদের আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে তাদের আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে

পারে। এ আত্মা আল্লাহর আলো (নূর) ও করুণা অর্জন করে এবং খাদ্য, পানীয়, সংযম, শ্রুতি, দৃশ্য, গন্ধ ও স্পর্শের মত যাবতীয় আনন্দের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্টতর চিরন্তন আশির্বাদে নিমগ্ন হয়। সংবেদনশীল আনন্দে কষ্ট আনে; কিন্তু আশীর্বাদপুষ্ট আত্মা স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর থাকে।

বিশুদ্ধ আত্মার স্বপ্ন

আল-কিন্দির মতে, আত্মা হল সরল এবং নিদ্রার সময় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভবিষ্যৎ জানতে পারে। অধিকন্তু, এ আত্মা সর্বদা জাগ্রত এবং অমর। আত্মা নিদ্রার সময় সংবেদনশীলতার ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে কিন্তু চেতনা হারায় না। এ আত্মার জন্য এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী। এ জগৎ এই আত্মার জন্য "ব্রীজ (bridge)" স্বরূপ, যে ব্রীজ পার হয়ে আত্মা এর সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে গিয়ে স্থায়ী আবাস লাভ করে এবং সৃষ্টিকর্তাকে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে দর্শন করে।

আল-কিন্দি আত্মার শাস্তিতে নয়, বরং এর পরিণতিমূলক মুক্তিতে বিশ্বাসী। তাঁর মতে সমস্ত আত্মাই করুণাপ্রাপ্ত হয় না। এসব আত্মার মধ্যে কিছু আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও পূর্ণরূপে শুদ্ধ থাকে না। এদের সাথে কিছু অপবিত্রতা থেকে যায় বলে এদেরকে কিছুকাল চন্দ্রের পরিমন্ডলে এবং পরে বুধের পরিমন্ডলে বাস করতে হয়। যখন এ স্থান-কালে আত্মা জড়ীয় অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধতা লাভ করে, তখন এসব আত্মা ওপরের বোধের জগতে আরোহণ করে এবং বিশুদ্ধ আত্মার মত করুণাপ্রাপ্ত হয়।

আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে আল-কিন্দি ইতোপূর্বে আত্মার সংগে সম্পর্কিত 'ব্রীজ' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এ কথার দ্বারা তিনি কি আত্মার পূর্ব-অস্তিত্বের কথা বলতে চান? এ প্রসঙ্গে আল-কিন্দির অভিমত পরিষ্কারভাবে বলা কঠিন। তবে তাঁর গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু ইঙ্গিতের সাহায্যে তাঁর অভিমত পাওয়া যেতে পারে। প্রথমত এ জগতকে 'ব্রীজ' হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে আত্মা চিরন্তন জগৎ থেকে পৃথিবীতে স্বল্পকালের জন্য অবস্থান করে, আবার মানুষের মৃত্যুর পর চিরন্তন জগতে ফিরে যায়। এ জগতে এর অবস্থান চিরন্তন জগতে প্রবেশের জন্যই। সুতরাং এ জগৎ এর জন্য একটি ব্রীজ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল-কিন্দির হারানো অন দি রেমিসিস সেন্সেস অব দি সোল ইন দি ইনটেলিজিবল ওয়ার্ল্ড বিফোর ইটস ডিসসেন্ট টু দি সেনসিবল ওয়ার্ল্ড গ্রন্থে তিনি আত্মা সম্পর্কে যা বলেন তাতে মনে হয় তিনি আত্মার পূর্ব-অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এ মত যথার্থ বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না কারণ এ মতের সমর্থনে তাঁর গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়নি। এ কারণে তাঁকে আত্মার সৃষ্টতা এবং অমরতায় বিশ্বাসী বলে ধরে নেওয়া যুক্তিযুক্ত। এটি ইসলামি মত।

দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্কের ব্যাপারে আল-কিন্দি বলেন যে এদের সম্পর্ক অ্যাকসিডেন্টাল বা আকস্মিকমাত্র। তিনি দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছিন্নতার কথা জোর দিয়ে বলেন। তাঁর অভিনব একটি ধারণা হল দেহের ওপর আত্মার কর্ম দেহের আকার গঠন করে। যাহোক তিনি দেহের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ককে উপাদানের রূপান্তর সাধনের মত মনে করেন না। বরং তিনি মনে করেন যে এদের সংযোগ কর্ম ও প্রবৃত্তির সংযোগ। আত্মা দেহের ওপর কর্ম সাধন করে মাত্র। আত্মা দেহে অনুপ্রবেশ করে কিন্তু এই আত্মা সর্বদাই জড় জগতের বাধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত। কারণ এ দুর্বোধ্য জগৎ আত্মাকে আলোর বা বোধের জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই আত্মা অমর এবং দেহের সঙ্গে এর মৃত্যু হয় না।

আত্মা কিভাবে দেহের ওপর কাজ করে; এ প্রশ্নের উত্তরে আল-কিন্দি আত্মাকে মানুষের মুক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির সঙ্গে সমার্থক ভাবেন এবং এখানেই আত্মার সঙ্গে সক্রিয় বোধশক্তির সম্পর্কের প্রশ্ন ওঠে।

প্লেটোর মত আল-কিন্দি আত্মাকে তিনটি অংশে বিভক্ত করেন; (১) বুদ্ধিবৃত্তিক (Intellectual faculty বা আল-আকলিয়া); (২) আবেগজাত (Passionate বা আল গাদারিয়াহ) এবং (৩) কাম প্রবৃত্তিজাত (Concupiscent বা আল শাহওয়ানিয়াহ)। এ তিনটি অংশের পাশাপাশি তিনি তিন প্রকার মানসিক

শক্তির সংযোগ করেন। এর মধ্যে প্রথমটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আত্মার উচ্চতম পর্যায়ের কর্মের সঙ্গে যুক্ত; দ্বিতীয়টি স্মৃতি সংরক্ষণ, প্রবৃত্তি, পুষ্টি ও প্রবৃদ্ধি এবং কল্পনা শক্তির সঙ্গে যুক্ত; তৃতীয় অংশটি সংবেদনের সঙ্গে যুক্ত।

আত্মার উপরোক্ত বিভাগের মধ্যে ইনটেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি বা বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি হচ্ছে আত্মার বহিঃপ্রকাশ। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন আত্মা ফার্স্ট ইন্টেলেক্টের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। আত্মার এ অংশের কাজ বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আরও উচ্চ পর্যায়ের। আত্মার দ্বিতীয় মানসিক শক্তির সঙ্গে আকারের স্মৃতি জড়িত। এই প্রকারের শক্তিকে তিনি কল্পনা শক্তির সঙ্গে যুক্ত করেন। মানসিক শক্তির যে বিভাগকে তিনি সংবেদনের সঙ্গে যুক্ত করেন-সে অংশে তিনি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংযোগের কথা বলেন। এই অংশে তিনি আকার, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ এবং শ্রুতির কথা বলেন। এসব বিভাগের প্রত্যেকটির কর্মক্ষেত্র এবং আত্মার সমন্বিত কার্যক্রম সম্পর্কে আল-কিন্দি আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ ক্ষুদ্র পরিসরে এ আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে এবার আমরা বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনা করব।

আল-কিন্দির বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কীয় তত্ত্ব

বুদ্ধিবৃত্তি বা ইন্টেলেক্ট সম্পর্কে আল-কিন্দির গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। 'অন দি ইন্টেলেক্ট' গ্রন্থটিই একমাত্র গ্রন্থ যেখানে এ সম্পর্কে তাঁর মতবাদের কিছুটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অনেকেরই ধারণা তিনি এ ব্যাপারে এ্যারিস্টটলের মতবাদের অনুকরণ করেন। আবার কারও কারও মতে তিনি অ্যাফ্রোডিয়াসের আলেকজান্ডারের তত্ত্বের অনুসরণে তাঁর তত্ত্ব দেন। যহোক, এখন আমরা দেখি তিনি কিভাবে এ ব্যাপারে তাঁর মতবাদ ব্যাখ্যা করেন।

এ্যারিস্টটল তাঁর ডি-এ্যানিমা গ্রন্থে দু'প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির কথা বলেন। এর একটি হল সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তি এবং আরেকটি চালক বুদ্ধিবৃত্তি। সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তি বুদ্ধি গ্রহণ করে; কিন্তু চালক বুদ্ধিবৃত্তি বস্তু উৎপাদন করে। শেষোক্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে এ্যারিস্টটল পৃথক, অমিশ্রিত, সর্বদা বাস্তবতায় নিমজ্জিত চিরন্তন এবং দূষণমুক্ত বলে অভিহিত করেন।

এ্যারিস্টটলের বুদ্ধিবৃত্তি

অফ্রোডিসিয়াসের আলেকজান্ডার তাঁর ডি ইন্টেলেক্ট গ্রন্থে তিন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির কথা বলেন। প্রথমটি জড়ীয় বুদ্ধিবৃত্তি, দ্বিতীয়টি স্বভাবজাত বুদ্ধিবৃত্তি এবং তৃতীয়টি চালক বুদ্ধিবৃত্তি। তিনি এ্যারিস্টটলের দু'প্রকারের সঙ্গে ইনটেলেকটাস হ্যাবিটাস বা অ্যাডেপ্টাস অর্থাৎ স্বভাবজাত বুদ্ধিবৃত্তির সংযোজন করেন। তাঁর মতে জড়ীয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্ভাব্য এবং ধ্বংসশীল। এটি হল মানুষের 'আকার' গ্রহণের ক্ষমতা। স্বভাবজাত বুদ্ধিবৃত্তির ফলে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে এবং তা সংরক্ষিত রাখে। এর অর্থ সম্ভাব্যতা থেকে বাস্তবতায় রূপান্তরের জন্য চালকের প্রয়োজন। এটি হচ্ছে চালক বুদ্ধিবৃত্তি যাকে ইনটেলিজেনসিয়া এজেন্স বলা হয়। এই বুদ্ধিবৃত্তি অনেকের মতে স্বর্গীয় বুদ্ধিবৃত্তি যা ব্যক্তি মানুষের আত্মায় প্রবিষ্ট হয়।

আরব দার্শনিক আল-কিন্দি তাঁর দি ইন্টেলেক্ট গ্রন্থে এদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে চার প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির কথা বলেন। তিনি স্বভাবজাত বা ইনটেলেকট ইন হ্যাবিটকে দুই ভাগে ভাগ করেন। এর একটি হচ্ছে ঐ বুদ্ধিবৃত্তি যা জ্ঞানের অধিকারী; কিন্তু ঐ জ্ঞান কার্যে ব্যবহার করে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঐ বুদ্ধিবৃত্তি যার জ্ঞান আছে এবং যা ঐ জ্ঞানকে কর্মে ব্যবহার করে। প্রথমটি ঐ লেখকের মত যে লিখতে জানে কিন্তু লেখে না; আর দ্বিতীয়টি ঐ লেখকের মত যে লিখতে জানে এবং লেখে।

বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে আল-কিন্দির উদ্ধৃতি

আল-কিন্দি চার প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিকে সাজিয়ে তাঁর দি ইনটেলেক্ট গ্রন্থে এভাবে প্রকাশ করেন-

(১) প্রথম প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি ঐ যা সর্বদাই কর্মে প্রবৃত্ত;

(২) দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঐ বুদ্ধিবৃত্তি যা সম্ভাব্যতা আত্মার মধ্যে;

(৩) তৃতীয় প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি হল তাই যা আত্মার সম্ভাব্যতা থেকে বাস্তবতায় উত্তরণ করেছে;

(৪) চতুর্থটি ঐ বুদ্ধিবৃত্তি যাকে আমরা দ্বিতীয় (Second) বলি।

এখানে দ্বিতীয় বলতে তিনি দ্বিতীয় ডিগ্রী বা মাত্রার বাস্তবতার কথা বলেন যা নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় লেখকের পার্থক্যের মত।

চালক বুদ্ধিবৃত্তি

আল-কিন্দির মতে প্রথম প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি পৃথক এবং এ্যারিস্টটলের সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তির বা চালক বুদ্ধিবৃত্তির মত। এই বুদ্ধিবৃত্তি মানব্দার বাইরে অবস্থান করে এবং এটি স্বর্গীয় ও সর্বদা বাস্তবতায় নিমজ্জিত। এই বুদ্ধিবৃত্তি স্বর্গীয় বলে নির্গমন নীতির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে। বুদ্ধিবৃত্তি দেহ থেকে পৃথক থাকলেও গতিশীল, অবিনশ্বর এবং অমর। দেহ থেকে পৃথক থাকা সত্ত্বেও এই বুদ্ধিবৃত্তি দেহের ওপর ক্রিয়াশীল। আমরা এ বুদ্ধিবৃত্তিকে চালক বুদ্ধিবৃত্তি বলতে পারি।

আল-কিন্দির দ্বিতীয় প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তি (Intellect in potentiality) আত্মায় এ বুদ্ধিবৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই বুদ্ধিবৃত্তি বহির্জগৎ থেকে সংবেদীয় ছাপ এবং বুদ্ধিদিপ্ত আকার গ্রহণ করে থাকে। অন্যকথায় একে মানুষের মন বলা যায় যে মন সংবেদীয় বা বুদ্ধিময় আকার গ্রহণের পূর্ব অবস্থায় থাকে।

অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তি

তৃতীয় প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তি। এ বুদ্ধিবৃত্তি ঐ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি যা সম্ভাব্যতা থেকে বাস্তবতায় উত্তরণ করে এবং বুদ্ধিময় আকারের সংগে যুক্ত হয়ে তাদের সংগে একত্রিত হয়ে যায়। আল-কিন্দি 'অর্জিত' কথাটি ব্যবহার করেছেন এই অর্থে যে এটি সেই বুদ্ধিবৃত্তি যা আত্মা কর্তৃক বাহির থেকে অর্জিত হয়। এটি ঐ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি যাকে 'প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি' সম্ভাব্যতা থেকে বাস্তবতায় উত্তরণ করায় এবং বুদ্ধিময় আকারের সংগে সংযুক্ত করায়। আল-কিন্দি 'অর্জিত' কথাটিকে আত্মা কর্তৃক অর্জনের (Acquisition) অর্থেও ব্যবহার করেন। এ অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্ভাব্য থেকে বাস্তবতায় গমনের বুদ্ধিবৃত্তি বলা যেতে পারে এবং আত্মা এটি স্বেচ্ছায় ব্যবহার করতে পারে। আল কিন্দি এ বুদ্ধিবৃত্তিকে কোন ব্যক্তির লেখার বিদ্যা অর্জনের সংগে তুলনা করে বলেন ঐ ব্যক্তির লেখার জ্ঞান আছে কিন্তু সে ব্যক্তি লেখে না। এখানে লেখকের লেখার ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে।

নির্দেশক বুদ্ধিবৃত্তি

আল-কিন্দির চতুর্থ বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে আত্মার বহিঃপ্রকাশ এবং এ ধরনের প্রকাশ ঘটে যখন এ বুদ্ধিবৃত্তি সক্রিয়ভাবে ফার্স্ট ইনটেলেক্ট বা প্রথম বুদ্ধিবৃত্তির সংস্পর্শে আসে। এ বুদ্ধিবৃত্তিকে অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তির অন্যতম নির্দেশক বুদ্ধিবৃত্তি বা Demonstrative Intellect বলা সমীচীন হবে। এ নির্দেশক বুদ্ধিবৃত্তি প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে যথার্থ। বুদ্ধিময় বা সুবোধ্যকে প্রকাশ্য কর্মে প্রবৃত্ত করা এর কাজ। উদাহরণস্বরূপ আল-কিন্দি এ বুদ্ধিবৃত্তিকে ঐ ধরনের লোকের সংগে তুলনা করেন যে লোক লিখনবিদ্যা আয়ত্ত করে তা কার্যে পরিণত করেন অর্থাৎ লিখেন।

বুদ্ধিবৃত্তির উপরোক্ত আলোচনার পর একথা বলা যায় যে আল-কিন্দি এ সমস্যার খুব একটা গভীরে প্রবেশ করেননি। কিন্তু পরবর্তী দার্শনিকদের জন্য তিনি চতুর্থ প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগ করে একটি আদর্শের (Model) অবতারণা করেন এবং 'বিমূর্তন তত্ত্বের' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষ করে আল-ফারাবী আল-কিন্দির বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত তত্ত্বকে পূর্ণতা দান করেন।

অনুশীলনী

১। আত্মা সম্পর্কে আল-কিন্দির অভিমত এবং বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করুন।
২। আত্মা ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে চিন্তা করে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা আলোচনা করুন।
৩। আত্মা ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে চিন্তা করে আপনার নিজের মত প্রকাশ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য-মিথ্যা

১। আত্মা সম্পর্কীয় চিন্তাধারায় আল-কিন্দির ওপর এ্যারিস্টটলের কোন প্রভাব নেই। সত্য-মিথ্যা

২। আল-কিন্দির মতে আত্মা জড়ীয় পদার্থ। সত্য-মিথ্যা

৩। আল-কিন্দির মতে এ জগৎ আত্মার জন্য 'ব্রীজ'স্বরূপ। সত্য-মিথ্যা

৪। আল-কিন্দির মতে বুদ্ধিবৃত্তি তিন প্রকারের। সত্য-মিথ্যা

৫। আল-কিন্দির মতে আত্মার এ জগতে অবস্থান ক্ষণস্থায়ী। সত্য-মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। আত্মা সম্পর্কে আল-কিন্দির অভিমত অনেকটা
   (ক) এ্যারিস্টটলের মত
   (খ) আলেকজান্ডারের মত
   (গ) প্লেটোর মত
   (ঘ) কোনটির মত নয়।

২। আল-কিন্দির মতে আত্মা দেহ থেকে
   (ক) বিচ্ছিন্ন
   (খ) দূরবর্তী
   (গ) উৎপন্ন
   (ঘ) কোনটিই নয়।

৩। আল-কিন্দির মতে আত্মা
   (ক) অমর
   (খ) ক্ষণস্থায়ী
   (গ) ধ্বংসশীল
   (ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

৪। আল-কিন্দির মতে তৃতীয় প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে
   (ক) চালক বুদ্ধিবৃত্তি
   (খ) অর্জিত বুদ্ধিবৃত্তি
   (গ) সম্ভাব্য বুদ্ধিবৃত্তি
   (ঘ) ওপরের কোনটিই নয়

৫। বিমূর্তন তত্ত্বটি
   (ক) এ্যারিস্টটলের
   (খ) প্লেটোর
   (গ) আল-কিন্দির
   (ঘ) ওপরের কারও নয়

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আত্মা সম্পর্কে আল-কিন্দির অভিমত ব্যাখ্যা করুন।

২। আল-কিন্দির আত্মার সংজ্ঞা পুরোপুরি ইসলামসম্মত নয়। এ ব্যাপারে চিন্তা করুন এবং লিখুন।

৩। বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে আল-কিন্দির ধারণা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৪। বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে আল-কিন্দির অবদান কোথায় তা চিন্তা করে বের করুন ও লিখুন।

সমস্যা

মনে করুন আত্মা একটি সত্তা এবং বুদ্ধিবৃত্তি আরেকটি সত্তা। কিন্তু আল-কিন্দি কি এদেরকে দুটি সত্তা বলেন? যদি বলে থাকেন তাহলে এদের মধ্যে তিনি কোন্ ধরনের সম্পর্কের কথা বলেছেন? যদি দুটি সত্তা নয় বলেন তবে এদের মধ্যে তিনি কি সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন? চিন্তা করে বের করুন ও লিখুন।

উত্তরমালা

সত্য-মিথ্যা

১। মিথ্যা	২। মিথ্যা	৩। সত্য	৪। মিথ্যা	৫। সত্য।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। গ	২। ক	৩। ক	৪। খ	৫। গ।